সকলেরও ঈশ্বর বাসুদেব প্রাপ্তির হেতুত্ব আছে বলিয়া নিখিল যোগশাস্ত্রের লক্ষ্য বাসুদেবই হইয়াছেন। "বাসুদেবপরং জ্ঞানং" জ্ঞানশাস্ত্রও বাসুদেব প্রতিপাদক। তাহার উপরেও একটী আশঙ্কা আসিতে পারে যে, জ্ঞানের অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের চিৎস্বরূপ সাম্য-অভেদানুসন্ধানই তাৎপর্য্য; তুমি বাসুদেবপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান-সাধনেরও তাৎপর্য্য বাসুদেবেরই অনুভবে। যেহেতু শ্রীভগবদ্গীতাতে—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ যাং প্রপদ্যতে;
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

এই শ্লোকে জ্ঞানের মুখ্য তাৎপর্য্য বাসুদেবস্বরূপের অনুভূতিতেই দেখা যায়। "বাসুদেবপরং তপঃ" এস্থলে তপঃ শব্দের অর্থ জ্ঞান। পূর্ব্বে "বাসুদেবপরং জ্ঞানং," এই জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞান-অধ্যাত্মশাস্ত্র করা হইয়াছে। এখানে জ্ঞান বলিতে জ্ঞান-সাধনরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে—শ্রীভগবদ্গীতাতে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "অমানিত্বমদম্ভিত্বম" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। এই পর্য্যন্ত শ্লোকে শ্রীবাসুদেবে অব্যভিচারিণী ভক্তিরই জ্ঞানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং বাসুদেবে ভক্তির বিরোধি জ্ঞানেরই অজ্ঞানরূপে অবতারণ করা হইয়াছে। "বাসুদেবপরোধর্ম্মঃ" দানব্রতাদি প্রতিপাদক সকাম ধর্ম্মশাস্ত্রও বাসুদেবপর। এই ব্যাখ্যার উপরে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, সব ব্রতাদি সকাম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ পুরুষার্থরূপে স্বর্গাদিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—"বাসুদেবপরা গতিঃ"। যে জিনিষটী পাওয়া যায়, তাহার নাম গতি। যেহেতু গম্ ধাতুর প্রাপ্ত্যর্থেও প্রয়োগ আছে। অতএব সকাম ধর্ম্মের ফল স্বর্গাদি। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"সেই স্বর্গাদি সুখও অখণ্ড আনন্দস্বরূপ শ্রীবাসুদেবেরই আনন্দের অংশ বলিয়া স্বর্গীয় সুখকে পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু পরমানন্দ বস্তুই মুখ্য পুরুষার্থ। সেই আনন্দই বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে দুই প্রকারে অবস্থিত। মায়ার পরপারে স্বরূপরাজ্যে যে আনন্দ, তাহা বিম্ব; আর মায়াময় সংসারে যে আনন্দ, তাহা যথার্থতঃ আনন্দ নহে—আনন্দের একটী প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যেমন গগনে উদিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই প্রতিবিম্ব চন্দ্রের মত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক চন্দ্র নহে। সেই প্রকার বৈষয়িক সুখ বিশুদ্ধ আনন্দেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যেমন বিম্ব চন্দ্র না থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব জলে প্রতিভাত হয় না, তেমনই বিশুদ্ধ